ইউনিট ৫
বাংলায় স্ব-শিখন

অধিবেশন ১ : নিজস্ব ভাষা দক্ষতার উন্নয়ন কৌশল-১ : বাংলা পঠন দক্ষতা

অধিবেশন ২ : কর্মসহায়ক গবেষণা--বিষয়ী অনুধ্যান এবং দলগত প্রচেষ্টা

অধিবেশন ৩ : নিজস্ব শিক্ষণ উন্নয়ন কৌশল-২ : সুপাঠাভ্যাস গঠন

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ১**

নিজস্ব ভাষা দক্ষতার উন্নয়ন কৌশল-১: বাংলা পঠন দক্ষতা

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিজস্ব ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হচ্ছে পঠন অনুশীলন। দীর্ঘদিন ধরে পাঠের অভ্যাসের ফলে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে চোখের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। তখন আর বর্ণ অনুসরণ করে পাঠ করতে হয় না; চোখ একবার মাত্র তাকিয়েই বাক্যের অনেকটা অংশের পাঠ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সরব ও নীরব উভয় পাঠের ক্ষেত্রেই চোখের এই ব্যবহার মূখ্য। তবে সরব পাঠের ক্ষেত্রে বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন চেষ্টা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। ভাষা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। চেষ্টা ও অনুশীলনের দ্বারা চোখ ও বাগ্‌যন্ত্রের সুসমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে ভাষাকলার উপর দক্ষতা অর্জন সম্ভব। আর অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব নিজস্ব ভাষা দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ভাষার নৈপুণ্য অর্জনে পঠন দক্ষতার ভূমিকা ও পঠনের আবশ্যকীয় যোগাযোগসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জন করার উপায়সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- বাংলা পঠন দক্ষতা উন্নয়ন করার কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ ভাষার নৈপুণ্য অর্জনে পঠন দক্ষতা

ভাষার নৈপুণ্য অর্জনে পঠন দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষার ৪টি দক্ষতার মধ্যে পঠন দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের শুরু পঠন দিয়ে। তাই শিক্ষা গ্রহণে পঠন অপরিহার্য। যে কোন জ্ঞান আহরণের জন্য পঠন দক্ষতা প্রয়োজন। পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্ভব। পঠনের শুরুতে অভিভাবক ও শিক্ষকের সচেতন প্রয়াস কাম্য।

শুদ্ধ উচ্চারণ, স্বরের ওঠানামা, আবেগ ইত্যাদি দিকের প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষার্থীর সামনে আদর্শ স্থাপন করে পঠন অনুশীলন করাতে হবে। পঠন দক্ষতা শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এজন্য পঠন দক্ষতা অর্জনে যথাযোগ্য পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার চিন্তা করে নিচের ছকে পঠনের আবশ্যকীয় যোগ্যতাসমূহ লিখুন ও পরে উত্তর মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খঃ বাংলা পঠন দক্ষতা অর্জন

মুদ্রিত বা লিখিত কোন পাঠ বা পাঠ্যাংশ সঠিক উচ্চারণে, যতিচিহ্ন অনুসরণ করে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে অর্থ বুঝে পড়তে পারাই হল পঠন। পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন-(১) লেখ্যরূপ বা বর্ণগুলো লিখতে পারা (২) শব্দ শনাক্ত করতে পারা (৩) শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারা (৪) পাঠে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি বজায় রাখা (৫) বিরাম, যতি চিহ্ন অনুসরণ করা (৬) অর্থ বোঝা (৭) পাঠ্যাংশ উপলব্ধি করা (৮) স্পষ্ট এবং শ্রবণযোগ্য উচ্চারণ করা (৯) নির্ভুলভাবে পড়া (১০) গতির স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পড়া (১১) বিষয়বস্তু অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে পড়া (১২) সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে পড়া- প্রভৃতি ।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আপনি চোখ বন্ধ করে পঠনের আবশ্যকীয় যোগ্যতাসমূহ আবার খেয়াল করুন। উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহের কোনটি কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে নিজে নিজে চিন্তা করুন। এবং নিচের ছকের বাম পাশে উল্লিখিত পঠনের আবশ্যক যোগ্যতাসমূহের ডান পাশের ফাঁকা স্থানে যোগ্যতাসমূহ অর্জনের উপায় লিখুন।

পঠনে আবশ্যকীয় যোগ্যতা	যোগ্যতাসমূহ অর্জনের উপায়
১. লেখ্যরূপ বা বর্ণগুলো লিখতে পারা ২. শব্দ শনাক্ত করতে পারা ৩. শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারা ৪. পাঠে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি বজায় রাখা ৫. যতি ও বিরাম চিহ্ন অনুসরণ করা ৬. অর্থ বোঝা ৭. পাঠ্যাংশ উপলব্ধি করা ৮. স্পষ্ট এবং শ্রবণযোগ্য উচ্চারণ করা ৯. নির্ভুলভাবে পড়া ১০. গতির স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পড়া ১১. বিষয়বস্তু অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে পড়া ১২. সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে পড়া	

পর্ব- গ : শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীকে পঠনে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, পূর্বে শনাক্তকৃত তথ্যসমূহ চোখবন্ধ করে আবার স্মরণ করুন। এবার মাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতা উন্নয়নে যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন, তা চিন্তা করে নিচের ফাঁকা স্থানে লিখুন ও মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে টিউটোরিয়াল ক্লাসে বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

নিজস্ব ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল-১: বাংলা পঠন দক্ষতা

ভাষার ৪টি দক্ষতার মধ্যে পঠন দক্ষতা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের শুরু পঠন দিয়ে। তাই শিক্ষা গ্রহণে পঠন অপরিহার্য। যে কোন জ্ঞান আহরণের জন্য পঠন দক্ষতা প্রয়োজন। পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্ভব। পঠনের শুরুতে অভিভাবক ও শিক্ষকের সচেতন প্রয়াস কাম্য। শুদ্ধ উচ্চারণ, স্বরের ওঠানামা, আবেগ ইত্যাদি দিকের প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষার্থীর সামনে আদর্শ স্থাপন করে পঠন অনুশীলন করাতে হবে। পঠন দক্ষতা শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এজন্য পঠন দক্ষতা অর্জনে যথাযোগ্য পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন।

পঠন দক্ষতার জন্য কিছু পূর্ব-প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়, যেমন- অভিভাবক ও শিক্ষকের আন্তরিক যত্ন এবং প্রচেষ্টা। শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারার জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। শিশুর জড়তা এবং আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ছড়া, আবৃত্তি অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং অপভাষা, অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহারে নিরৎসাহিত করতে হবে। শুদ্ধ এবং সুন্দর উচ্চারণে কথা বলা এবং পড়ায় উৎসাহ দিতে হবে। ছড়া, কবিতা এবং গদ্যাংশ পাঠে স্বরপ্রক্ষেপণে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। এ জন্য অনুশীলন অপরিহার্য। পাঠে বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করে ভাব এবং আবেগ ফুটিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষকের আদর্শপাঠ যথাযথভাবে অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

পঠনে দক্ষতা অর্জনের আবশ্যকীয় পূর্বযোগ্যতাগুলো হচ্ছে -

- সঠিক আকৃতিতে বর্ণগুলো লিখতে পারা,
- শব্দ শনাক্ত করতে পারা,
- শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারা,
- পাঠে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি বজায় রাখা,
- বিরাম, যতি চিহ্ন অনুসরণ করা,
- পাঠ্যাংশ উপলব্ধি করা,
- নির্ভুলভাবে পড়া,
- গতির স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পড়া,
- বিষয়বস্তু অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে পড়া,

- সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে পড়া,
- শ্রবণযোগ্য স্বরে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে পারা,
- শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারা,
- মুদ্রিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পোস্টার ও ব্যানার পড়তে ও বুঝতে পারা,
- সহজ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, সংকেত, নির্দেশ পড়তে ও বুঝতে পারা,
- স্বাভাবিক গতিতে নীরবে পড়তে পারা ও বুঝতে পারা,
- পঠিত বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারা,
- যে-কোন কবি-লেখকের নাম, পরিচিতি এবং লেখা বুঝতে পারা,
- বয়স উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক পড়তে পারা,
- হাতের লেখা, চিঠি-পত্র, দরখাস্ত ও দলিল পড়তে পারা,
- জ্ঞান ও আনন্দ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠের অভ্যাস গঠন করা,
- অনুষ্ঠান ঘোষণা ও অভিনন্দনপত্র পাঠ করতে পারা।

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ২**

কর্মসহায়ক গবেষণা– বিষয়ী অনুধ্যান এবং দলগত প্রচেষ্টা

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যখন পাঠদান করেন তখন প্রায়শই তিনি কিছু কিছু সমস্যা মোকাবেলা করেন। পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষক কখনও একাকী চিন্তাভাবনা করে, কখনও বা অন্য শিক্ষকের সহায়তায় সমাধান করেন। শিক্ষক তার নিজের কাজকে স্বচ্ছন্দ করতে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে একটি সমাধানে পৌঁছেন বা সমাধানের পথ খুঁজে পান। এসব সমস্যার সমাধান গবেষণার মত মনে হলেও তা গবেষণা নয়। কারণ এতে গবেষণার কোন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়নি এবং এর ফলাফলও স্থায়ী হয় না। শ্রেণীকক্ষের সমস্যাসমূহ সনাক্ত করার পর পদ্ধতিগতভাবে যদি সমাধানে ব্রতী হওয়া যায় তার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কর্মসহায়ক গবেষণায় বিষয়ী অনুধ্যানও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিষয়ীকে যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে তার সমস্যার প্রকৃতি যেমন জানা যাবে তেমনি প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহজ হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- কর্মসহায়ক গবেষণার স্বরূপ ও ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলা শিক্ষণে বিষয়ী অনুধ্যান প্রয়োগ করতে পারবেন।
- দলগত প্রচেষ্টার সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব–ক : কর্মসহায়ক গবেষণার স্বরূপ ও এর ধারাবাহিক পদক্ষেপ

কর্মসহায়ক গবেষণা শ্রেণীকক্ষের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, সমস্যাবিহীন কোন শ্রেণীকক্ষ আছে। ছোট সমস্যা হোক কিংবা অপেক্ষাকৃত গুরুতর সমস্যা হোক– যতক্ষণ পর্যন্ত তা কাটিয়ে ওঠা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সুষ্ঠু পাঠদান সম্ভব হয় না। কর্মসহায়ক গবেষণায় তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– কী ঘটছে, কেন ঘটছে এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায়। কর্মসহায়ক গবেষণার সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে প্রাপ্ত ফলাফল শিখন কাজে ব্যবহার করলে শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষণ কৌশল উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং বলা যায় কর্মে সহায়তা দানকারী গবেষণাই হচ্ছে কর্মসহায়ক গবেষণা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা দূরীভূত করতে যে গবেষণা করা হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। এ ধরনের গবেষণায় গবেষক প্রথমে একটি ইস্যু বা সমস্যা চিহ্নিত করেন। সেটি সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছান ও পুনরায় কাজে নিয়োজিত হন। এ ধরনের গবেষণায় গবেষক নিজেই গবেষণার ফলাফল ভোগ করেন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এখন নিচের ছকের ফাঁকা স্থান পূরণ করি–

০১.	---------- শ্রেণী কক্ষের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
০২.	---------- বিষয় তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
০৩.	---------- দূরীভূত করতে কর্মসহায়ক গবেষণা করা হয়।
০৪.	---------- গবেষণায় ফল ভোগ করেন।
০৫.	---------- টি ধাপে কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পন্ন হয়।

পর্ব–খ : বিষয়ী অনুধ্যান (কেস স্টাডি) -এর প্রয়োগ

বিষয়ী অনুধ্যান (কেস স্টাডি) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিষয়ী যে সমস্যার সম্মুখীন, তাকে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখলে সমস্যার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে। নিচে আমরা একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করছি–

কেস স্টাডি

মিসেস শাহানা, বাংলা শিক্ষক, শেরে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল। প্রতিদিন তিনি সপ্তম শ্রেণীতে বাংলা প্রথম পত্র পাঠদান করান। শ্রেণীতে ৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশমাত্র নানান শিক্ষার্থী নানান ধরনের আচরণ করে। কেউ অমনোযোগী, কেউবা আবার ঘুমে ঢুলু ঢুলু। এ দৃশ্য একদিনের নয়। প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে হয়। তাই তাঁর পাঠদান ফলপ্রসূ হয় না, যা তার মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন তিনি বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে

আলোচনা করেন। শিক্ষার্থীরা কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে। পরে তিনি বিষয়টি নিয়ে দু' একজন অভিভাবক, সহকর্মী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন এবং সকলের মতামত ডায়েরিতে সংরক্ষণ করেন।

সকলের মতামত থেকে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, বাংলা ক্লাসের সময় (পিরিয়ড) যথোপযুক্ত নয়। তাই তিনি বাংলা ক্লাসটি প্রথম পিরিয়ডে দেওয়ার সুপারিশ করেন। প্রধান শিক্ষক সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল মিসেস শাহান ফলপ্রসূ পাঠদান দিয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেকে সুখী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুর, আসুন আমরা এখন মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে মিসেস শাহানার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করি–

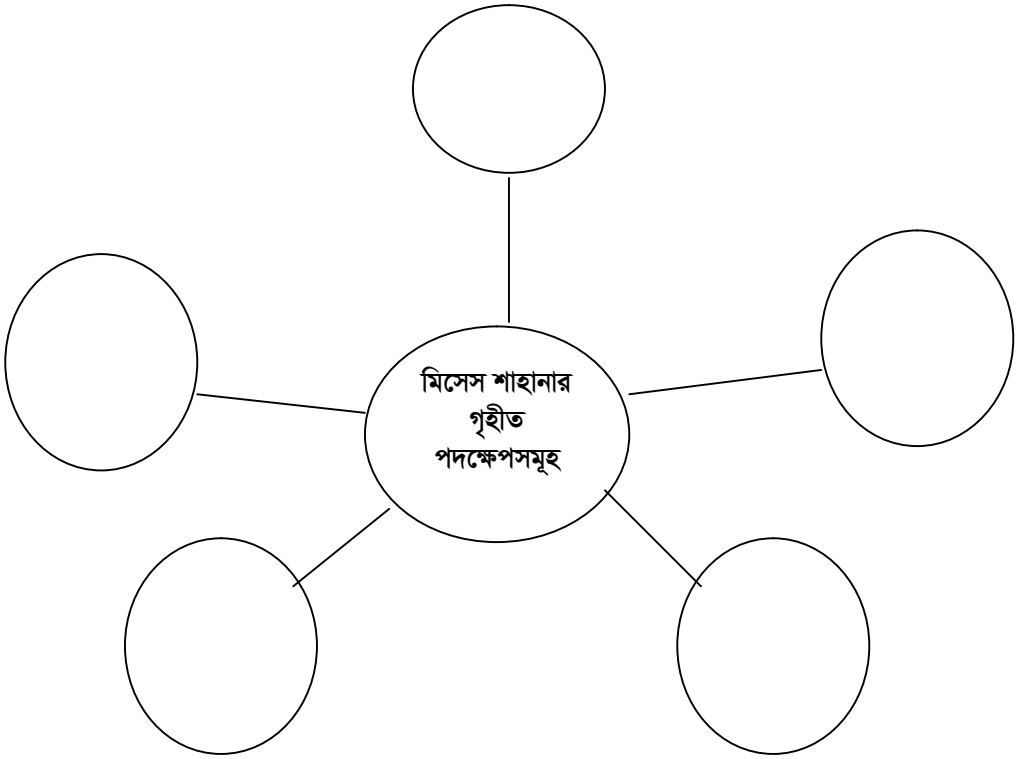

পর্ব–গ : দলগত প্রচেষ্টার সুবিধা–অসুবিধা

যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই একক প্রচেষ্টার চেয়ে দলীয় প্রচেষ্টা অনেক বেশী সফলতা বয়ে আনে। দলীয় কাজে সফলতার আনন্দ সবাই সমানভাবে উপভোগ করে। শ্রেণী পাঠনায় দলগত প্রচেষ্টা আনন্দঘন পরিবেশ নিশ্চিত করে। সকলে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় বলে শিক্ষার্থীদের আত্ম

বিশ্বাস বেড়ে যায়, শিখনে উৎসাহ বাড়ে, আস্তে আস্তে জড়তা কেটে যায়। একসাথে কাজ করার ফলে জটিল সমস্যারও সমাধান করা যায়।

আসুন বন্ধুরা, আমরা এখন দলগত প্রচেষ্টার সুবিধা–অসুবিধাগুলো নিচে সাজিয়ে লিখি–

	দলগত প্রচেষ্টার সুবিধা	**দলগত প্রচেষ্টার অসুবিধা**

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়
কর্মসহায়ক গবেষণা– বিষয়ী অনুধ্যান এবং দলগত প্রচেষ্টা

- কর্মসহায়ক গবেষণা বিষয়ী অনুধ্যান ও দলগত প্রচেষ্টা
- কর্মে সহায়তাদানকারী গবেষণা হচ্ছে কর্মসহায়ক গবেষণা।
- প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা দূরীভূতকরণে যে গবেষণা করা হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে।
- নিজস্ব শিক্ষণ কৌশল উন্নয়নে শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণা করেন।
- এ ধরনের গবেষণায় গবেষক প্রথমে একটি ইস্যু বা সমস্যা চিহ্নিত করেন। সেটি সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছান ও পুনরায় কাজে নিয়োজিত হন। এ ধরনের গবেষণায় গবেষক নিজেই গবেষণার ফল ভোগ করেন।

কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপসমূহ :

- পরিকল্পনা
- কর্মে নিয়োজিতকরণ
- পর্যবেক্ষণ
- প্রতিফলন

- **দলগত প্রচেষ্টার সুবিধা–অসুবিধা ঃ**

সুবিধা	অসুবিধা
• দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। • দলীয় চিন্তায় সমস্যা সমাধান সহজতর হয়। • কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। • বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুযোগ হয়।	• মতভেদ দেখা দিতে পারে। • ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। • সময়ের অপচয় হয়। • লক্ষ্যে পৌঁছান কষ্টসাধ্য হতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১. কর্মসহায়ক গবেষণার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। এর বিভিন্ন ধাপ এর ব্যাখ্যা দিন।
২. শ্রেণী পাঠনার উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিষয়ী অনুধ্যান গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক

১. কর্ম সহায়ক গবেষণা
২. কর্মসহায়ক গবেষণায় কী ঘটেছে, কেন ঘটছে, কীভাবে এর সমাধান করা যায়
৩. প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা
৪. গবেষক নিজেই
৫. ৪ (চার) টি

পর্ব-খ

১. শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা
২. অভিভাবকদের সাথে আলোচনা
৩. সহকর্মীদের সাথে আলোচনা
৪. প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা
৫. ডায়রি সংরক্ষণ

পর্ব-গ

সুবিধা	অসুবিধা
• দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। • দলীয় চিন্তায় সমস্যা সমাধান সহজতর হয়। • কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। • বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুযোগ হয়।	• মতভেদ দেখা দিতে পারে। • ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। • সময়ের অপচয় হয়। • লক্ষ্যে পৌঁছান কষ্টসাধ্য হতে পারে।

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৩**

নিজস্ব শিক্ষণ উন্নয়ন কৌশল–২: সুপাঠাভ্যাস গঠন

প্রচুর জ্ঞান লাভের জন্য পাঠের কোন বিকল্প নেই। বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ যদি কোন কিছুতে পাওয়া যায়- তার নাম অবশ্যই পাঠাভ্যাস। বস্তুনির্ভর আনন্দ-উল্লাস, আমোদ-প্রমোদকে ম্-ান করে দেয়- বিশুদ্ধ পাঠাভ্যাস। সুপাঠ্যগ্রন্থ এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

দু'প্রকার পঠনের মধ্যে সরব পাঠ বাক্‌শক্তির উন্মেষ ঘটায়, আর চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত ও শানিত করে নীরব পাঠ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাক্‌শক্তি বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার। এতে উচ্চারণ, বিরাম চিহ্নাদি, স্বর প্রক্ষেপণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়। শ্রেণীকক্ষে পর্যায়ক্রমিক সরব পাঠের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সুপাঠাভ্যাসের সহায়ক। সরব থেকে নীরব পাঠে উত্তরণ নির্ভর করে প্রচুর পরিমাণ বইপত্র পাঠের উপর। সুপাঠ্য গ্রন্থ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে যদি শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ পাঠের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করা যায় তবে তাদের জ্ঞানের রাজ্য স্ফীত ও উন্নীত হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- সুপাঠাভ্যাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারবেন।
- সুপাঠাভ্যাস গঠনে গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুপাঠাভ্যাসের সুফলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব–কঃ সুপাঠাভ্যাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি

জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে এবং পরিধিতে পাঠ্যপুস্তক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন বই পড়ার ভিতর দিয়ে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়। জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠের সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পাঠ্য বই এর বাইরে নানা ধরনের বই, সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ে শিক্ষার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছে দেয়া যায়। অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রম অনুযায়ী নিজেরা আগে পড়ে নিয়ে মুখে মুখে বলে শুনিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। মজার মজার গল্প কাহিনীর বই বয়:ক্রম অনুসারে শিক্ষার্থীর সামনে রাখতে হবে। পড়ার অভ্যাস একদিকে যেমন পাঠে দক্ষতা বাড়ানোতে সাহায্য করে অপরদিকে তেমনি শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুরাগী করে তোলে।

আসুন বন্ধুরা, নিচে আমরা সুপাঠাভ্যাসে অনুরাগ সৃষ্টির ব্যবস্থাগুলো লিখে ফেলি –

ক্রম.	সুপাঠাভ্যাস গঠনে গৃহীত ব্যবস্থা
০১.	
০২.	
০৩.	
০৪.	
০৫.	
০৬.	
০৭.	

পর্ব–খ : সুপাঠাভ্যাস গঠনে গৃহ ও বিদ্যালয়

সুপাঠাভ্যাস গঠনে গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। গৃহে ভাল পাঠাভ্যাসের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পড়াশুনা করার মত পর্যাপ্ত বইপুস্তক থাকলে শিক্ষার্থীদের অলস সময় জ্ঞান চর্চায় অতিবাহিত হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সযত্ন পরিচালনা আবশ্যক। বয়স উপযোগী বই নির্বাচনে কৌশলী ভূমিকা রাখতে হবে পরিবারের অভিভাবকদের। শিশু কিশোরদের বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বুঝে বই নির্বাচন করে দিতে হবে। তারা যেন নিয়মিত পড়ে এজন্য সময় বিভাজন করে দিতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তক পড়া ও আগ্রহের পড়ার সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

শিক্ষকগণ প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষার্থী কী পড়ে, কখন পড়ে, এসব জেনে নেবেন। পঠিত বিষয়ের সারমর্ম শুনতে চাইতে পারেন। এ থেকে শিক্ষক বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থী তার উপযোগী বই পড়ছে কিনা।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের ঘরে পাঠ্যভ্যাসে গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা লিখি–

ক্রম.	গৃহের ভূমিকা	বিদ্যালয়ের ভূমিকা
০১.		
০২.		
০৩.		
০৪.		

পর্ব–গ : সুপাঠাভ্যাস গঠনের সুফল

শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করাতে হবে যে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, কৌতূহল মিটানো, বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে জানার জন্য পাঠের বিকল্প নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দিক থেকেই আমরা শিক্ষা লাভ করতে চাই না কেন পাঠের অভ্যাস ব্যতীত তা সম্ভব নয়। যারা নিজের আগ্রহে পড়ে তারাই পারে শিক্ষার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে। নিয়মিত পাঠাভ্যাস শিক্ষার্থীকে করে তোলে স্বশিক্ষিত। একটি ভালো বই জীবনের সুস্থতা এনে দেয়। একটি ভাল কবিতা মনের প্রশান্তি এনে দেয়। একটি গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত করে দেয়। একটি ভ্রমণ কাহিনী জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে, সুন্দর মনের অধিকারী করে তোলে একটি সুন্দর বই। তাই গ্রন্থ পাঠের বিকল্প নেই।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা সুপাঠাভ্যাস গঠনের সুফলগুলো নিচে সাজিয়ে লিখি-

ক্রম.	সুপাঠাভ্যাস গঠনের সুফল
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

নিজস্ব শিক্ষণ উন্নয়ন কৌশল–২: সুপাঠাভ্যাস গঠন

শিশুর প্রথম পাঠ-মায়ের মুখের ছড়া, শুনে শুনে সে প্রতিধক্ষনি করে শব্দ ঝংকারের ভালো লাগার জগতে পৌঁছে যায়। রাজপুত্রের গল্প শুনে স্বপ্ন রাজ্যে পৌছে যায়। আনুষ্ঠানিক পাঠ শুরু হতেই সে ধীরে ধীরে জানা থেকে অজানার দিকে চলে যেতে থাকে। পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ রেখে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভব নয় বলেই অভিভাবক শিক্ষক সবাই শিক্ষার্থীদের পড়তে বলেন-তারাও পড়তে থাকে কিন্তু এই পাঠাভ্যাস সু-পাঠাভ্যাস কিনা সেটা যাচাই করার দায়িত্ব অভিভাবক, শিক্ষক এবং আমাদের সকলের। শিক্ষার্থীর কৌতূহল মেটানোর জন্য তার কাছে যাতে ভাল বই পৌঁছাতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। পড়ার অভ্যাস যারা করাবেন তারা কেবল মুখে বলে নির্দেশ দেবেন না-সাথে সাথে বা পাশাপাশি নিজেরাও পড়বেন। বয়সানুপাতে বই নির্বাচন করে, সময় নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীর সু-পাঠাভ্যাস গঠন করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র চমৎকারভাবে পাঠের সু-অভ্যাস গঠনের পথ দেখিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে–

১। নিয়মিত শ্রেণী পাঠ্য পড়তে বলেছে।
২। দেশের সাহিত্য পড়তে দিচ্ছে।
৩। বিদেশী সাহিত্য পড়তে দিচ্ছে।
৪। ১ মাস বা ২ মাসে যা পড়েছে তার উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে পড়ার মনোযোগ, গভীরতা পরিমাপের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিচ্ছে।
৫। বছর শেষে পুরস্কার দিচ্ছে।

এমনিভাবে আগ্রহ বাড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রেরণা দেওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে / প্রতিষ্ঠানেও থাকা প্রয়োজন। পাঠের সু–অভ্যাস গঠনের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয় পাঠাগারে ভাল বই সরবরাহ করা প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনে যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলবে তার কর্মজীবনে তথা সমগ্র জীবনে সেই অভ্যাস তাকে সফলতার, সার্থকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেবে।

যারা বই পড়েন তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারেন, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। সমাজ তথা পৃথিবীর যে কোন পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারেন। অভিভাবকদেরও লক্ষ রাখতে হবে শিশুর পড়ার জন্য যেন সর্বদাই তার পছন্দের বই আশে-পাশে থাকে।

বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থায় বই পড়ার নিয়মনীতি চালু করে শিক্ষার্থীদের সু–পাঠাভ্যাস এবং স্বশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

মূল্যায়ন :

১. সু-পাঠাভ্যাস গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. কীভাবে সু-পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যায় ? এক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা কী?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব –ক

১। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ
২। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পড়া
৩। ম্যাগাজিন পড়া
৪। গল্পের বই পড়া
৫। উপন্যাস পড়া
৬। কাব্যগ্রন্থ/ কবিতার বই পড়া
৭। রূপকথা/ উপকথার গল্প পড়া
৮। দুঃসাহসিক গল্প/ অভিযান পড়া
৯। ডিটেকটিভ গ্রন্থ পড়া

পর্ব–খ

গৃহের ভূমিকা–

১। বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বুঝা
২। উপযোগী বই নির্বাচন করা
৩। নিয়মিত পড়তে দেয়া
৪। পড়ার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া

বিদ্যালয়ের ভূমিকা –

১। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা
২। কী বই পড়ে তা জেনে নেয়া
৩। বইয়ের বিষয়বস্তু জেনে নেয়া
৪। শিশুতোষ বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো

পর্ব–গ

১। জীবনের মানসিক সুস্থতা আনে

২। স্বশিক্ষিত করে তোলে

৩। মনের প্রশান্তি আনে

৪। জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হয়

৫। জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়

৬। মানুষকে সুন্দর মনের মানুষে পরিণত করে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. শোয়াইব জিবরান ও অন্যান্য, বাংলা শিক্ষণ, টিকিউআই-সেপ প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২. হক, এ.এস.এম. মুজাম্মিল; বেগম হোস্নে আরা, বাংলা শিক্ষাদান, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, আগষ্ট-১৯৯৬।

৩. হক, মহাম্মদ দানীউল - ভাষাবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

৪. আলম, মাহবুবুল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; তৃতীয় সংস্করণ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

৫. বেগম, মাহমুদা, বাংলা শিক্ষণ: স্মৃতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৬।

৬. হোসেন, ড. শেখ আমজাদ; মো: মনিরুজ্জামান; PS-100, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০০৬

৭. ঢালী, স্বপন কুমার; শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, ঢাকা; প্রভাতী লাইব্রেরী।

৮. মামুদ, হায়াৎ; বাংলা লেখার নিয়ম-কানুন, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারি-১৯৯২।

৯. কবীর, শামসুল; ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, ড. হালিমা খাতুন, ড. বেগম জাহান আরা; ভাষা ও মাতৃভাষা EDB-1311 স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট; নিম্ন মাধ্যমিক স্তর; এপ্রিল-১৯৭৭।

১১. পাঠ্য বইয়ের বানান; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১২. ড.শোয়াইব জিবরান ও অন্যান্য, শিক্ষায় যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, স্কুল অব এডুকেশন, বা.উ.বি, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

১৩. সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-বাংলা, টি কিউ আই সেপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগস্ট ২০০৭।

১৪. বি এড শিক্ষাক্রম (২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. বাংলা শিক্ষণ মড্যুল (১, ২, ৩, ৪) জুলাই ২০০৬ টিকিউআই সেপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৬. ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১৭. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ম্যানেজমেন্ট ও একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অক্টোবর ২০০৩, এফ এস এস এ পি-২য় পর্যায়, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৮. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পেডাগজি (২০০৪) এফ এস এস এপি-২য় পর্যায়, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৯. শিক্ষানীতি পরিক্রমা, মোঃ আনসার আলী, মিতা ট্রেডার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

২০. পাঠ্য বইয়ের বানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯২।

২১. কারিকুলাম স্টাডিজ, প্রফেসর ড. এম এ ওহাব, ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, নজরপুর, নরসিংদী।

২২. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, নীতি ও পদ্ধতি ড. মোঃ আবুল এহসান, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা।

২৩. Final Report of Secondary Teacher Education group (SESIP), Christchurch College of Education, New Zealand

২৪. Materials for B.Ed English Course, Promote, February 2004 - May 2005.

২৫. বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সত্য গোপাল মিশ্র, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭০০০০৯

২৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান রীতি পদ্ধতি, হোস্নে আরা বেগম, ২য় সংস্করণ, জুন ১৯৯৭, কুমিল্লা।

২৭. শিক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি, আলিম আল আইয়ুব আহামেদ, জুলাই ২০০৫, প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, ঢাকা।

২৮. শিক্ষা মনোবিদ্যা, সুশীল রায়, নবম সংস্করণ ২০০০, সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

২৯. Action Research in Education, Anam & Rahman, First Edition, August 2006, Nilkhet Dhaka.

৩০. শিখনের জন্য এস বি এ (শিক্ষক নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল), এপ্রিল ২০০৬, এনসিটিবি, ঢাকা।

৩১. বাংলা বানান-অভিধান, জামিল চৌধুরী (সংকলিত ও সম্পাদিত), ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।